দ্বিতীয়ত, জিহাদ শব্দের আরেক অর্থ হল, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা। যে কোনো ধর্মের মতই, নিজের শারীরিক নিরাপত্তার রক্ষার্থে অস্ত্রের ব্যবহারের অনুমতি ইসলামেও আছে। এমনকি, অন্যায়, নিষ্ঠুরতা, শোষণ, ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইকেও জিহাদ বলা যেতে পারে। কুরানে বলা হয়েছে-

**"তোমাদের এ কি হয়েছে, তোমরা আল্লাহর পথে, সে সব অসহায় নর-নারী ও দুস্থ শিশুদের বাঁচানোর জন্যে লড়াই করো না, যারা নির্যাতনে কাতর হয়ে ফরিয়াদ করছে, "হে আমাদের মালিক, আমাদের যালেমদের এই জনপদ থেকে উদ্ধার করো এবং তুমি আমাদের জন্য তোমার কাছ থেকে একজন অভিভাবক পাঠিয়ে দাও, তোমার কাছ থেকে এক সাহায্যকারী পাঠিয়ে দাও"।(কুরান - ৪:৭৫)**

ইসলাম তার অনুগামীদের প্রতি, এই নির্দেশ জারি করেছে, যে, তারা যেন নিজেদের কর্মকে শুদ্ধ করার জন্য যথাসাধ্য সচেষ্ট হয় এবং সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাতেও তারা যেন একইভাবে সক্রিয় হয়। চারিদিকে অন্যায় বিরাজ করতে দেখলে, কোনো মুসলমানই স্থির থাকতে পারে না।

মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়ার) বলেছিলেন - "এই যুগে, আমাদের অত্যন্ত অনুতপ্ত হতেই হবে, কেবলমাত্র অন্যায়কারীদের অন্যায়ের জন্য নয়, কিন্তু ভালো নাগরিকদের দুঃখজনক নীরবতার জন্য"।

আল্লাহ, যে সর্বসৃষ্টিতেই ভারসাম্য বজায় রেখেছেন, সেই ভারসাম্যকে বজায় রাখার দায়িত্ব মুসলমানদেরও। তবে, যতই বৈধ কারণ থাকুক না কেন, পবিত্র কুরান কখনই নিরীহ, নির্দোষ মানুষের হত্যার অনুমতি দেয়নি। সাধারণ নাগরিকদের ভীত সন্ত্রস্ত করাকে, কখনই জিহাদের আখ্যা দেওয়া বৈধ নয় এবং এমন চিন্তাধারার সঙ্গে ইসলামের লেশমাত্রও মিল বা সম্পর্ক নেই।

## সহনশীলতার ইতিহাস

সাম্প্রতিক কালে, পশ্চিমী বিশেষজ্ঞরাও এই পরিণতিতে এসেছেন যে, ইসলাম কখনই কাওকে জোর করে নিজের ধর্ম ত্যাগ করতে বলে না। বিখ্যাত ঐতিহাসিক- দে ও লরি লিখেছেন- " ইতিহাস এটি সম্পূর্ণভাবে সৃষ্টি করে তুলে ধরেছে যে, চিরপ্রচলিত সেই উপকথা, যে মুসলমানরা তাদের জয় করা দেশগুলিতে তলোয়ারের দ্বারা ভয় দেখিয়ে সেখানকার পরাজিত বাসিন্দাদের জোর করে ইসলাম গ্রহণ করিয়েছে, তা নিছকই ঐতিহাসিকদের এক পুনরাবৃত অতিকথা বা মিথ ছাড়া আর কিছুই নয়। স্পেনের ওপর মুসলমানদের রাজত্ব চলেছিল প্রায় আটশো বছর। সেই রাজত্বের সময়ে অন্যান্য ধর্মের অনুগামীরা সেখানে অত্যন্ত উন্নতমানের জীবন যাপন করত, যতদিন না পর্যন্ত বলপ্রয়োগ দ্বারা তাদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল। মধ্য-পুর্ব এশিয়ার মুসলিম দেশগুলিতে যেমন মিশর, ফিলিস্তিন, লেবানন, সিরিয়া ও জর্ডানে শত শত বছর ধরেই ক্রিস্টান ও ইহুদিরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় সেখানে জীবনযাপন করে এসেছে । একটি মুসলমানের কাছে এটি একটুও আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, বরঞ্চ তার ধর্মই তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অন্যের ওপর চাপানো থেকে তাকে বিরত করে।

পবিত্র কুরানে বলা হয়েছে - " আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কোনোই জোরজবরদস্তি নেই কারণ সত্য এখানে পরিষ্কার হয়ে গেছে তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যদি বাতিল মতাদর্শকে অস্বীকার করে আল্লাহর দেওয়া জীবনদর্শের ওপর ইমান আনে, সে যেন এর মাধ্যমে এমন এক শক্তিশালী রশি ধরলো যা কোনোদিনই ছিঁড়ে যাওয়ার নয়- আল্লাহ সব কিছুই শোনেন এবং জানেন" ।

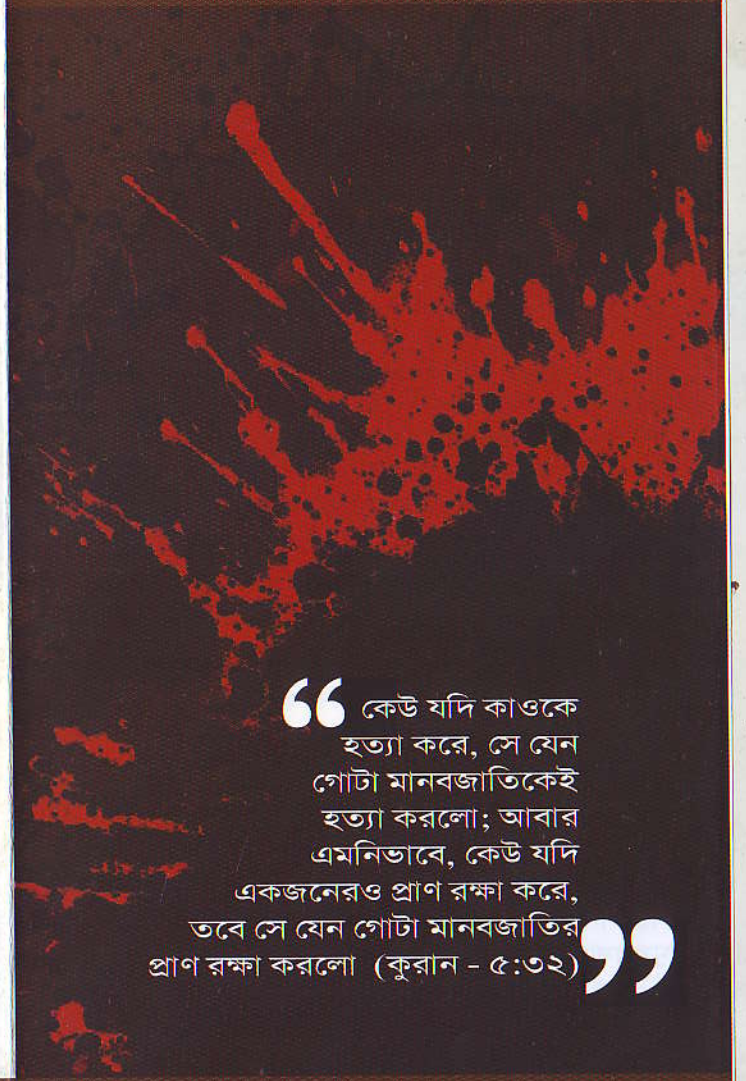
## ইসলাম এক উৎকৃষ্ট মেলবন্ধন

এক বদ্ধমূল ধারণার নাম ইসলাম নয় বরং এটি এক জীবনধারা যা জাতি ও বর্ণকে ছাড়িয়ে যায়। আমাদের উৎসের কথা পবিত্র কুরান আমাদের নিম্নের স্তর স্মরণ করিয়ে দিয়েছে " হে মানব সম্প্রদায় আমি তোমাদের একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে সৃস্টি করেছি, তারপর আমি তোমাদের জন্য জাতি ও গোত্র বানিয়েছি, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো, কিন্তু আল্লাহর কাছে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি সে, যে আল্লাহকে বেশি ভয় করে, অবশ্যই আল্লাহ সব কিছুই জানেন এবং সব কিছুরই খবর রাখেন" ।(কুরান - ৪৯:১৩)

আজ যে সারা বিশ্বে দ্রুত গতিতে ইসলামের প্রসার ঘটছে, তা হল ইসলামের সর্বব্যাপী বাণীরই কারণে। কলহ ও বিভাজনে পরিপূর্ন এই বিশ্বে, যেখানে সন্ত্রাস বিরাজমান সেখানে ইসলামই প্রকৃত আলোর সংকেত, যা ভবিষ্যতের আশা বহন করছে।

Receive FREE copy of Quran
Call / SMS / Email / Visit us
98 3631 5658 ExploreIslam101@gmail.com www.ExploreIslam.in

# সন্ত্রাসবাদ নিয়ে ইসলামের বক্তব্য কি?



"কেউ যদি কাওকে হত্যা করে, সে যেন গোটা মানবজাতিকেই হত্যা করলো; আবার এমনিভাবে, কেউ যদি একজনেরও প্রাণ রক্ষা করে, তবে সে যেন গোটা মানবজাতির প্রাণ রক্ষা করলো (কুরান - ৫:৩২)"

explore Islam
Peace . Mercy . Eternal Bliss

বর্তমানে, আমরা যে যুগে বাস করি, তার এক বৈশিষ্ট্য হল, হিংস্রতার ব্যাপক উপস্থিতি। আমরা এমনই এক সময়ে বাস করি, যেখানে নির্দোষ মানুষের প্রাণ নেওয়াটা কোনো ব্যাপারই নয়, তা সে কোনো হাটে - বাজারে আকস্মিক বোমা বিস্ফোরণ হোক অথবা কোনো যাত্রী বোঝাই বিমানের হাইজ্যাকিং-ই হোক না কেন। এই, বাছবিচারহীন হিংস্রতা আজ এতটাই সুদূরপ্রসারী, যে, ''সন্ত্রাসবাদ আমাদের সমাজ জীবনের শান্তির পথে এক প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

''সন্ত্রাসবাদ'' শব্দটির অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহার শুরু হয়েছে মাত্র কয়েক দশক আগে থেকে। অল্পসংখ্যক মানুষ বা ব্যক্তিবিশেষকে এই শব্দটি দ্বারা যে অর্থে, চিহ্নিত করা হয়েছে, তা দুর্ভাগ্যক্রমে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কেই ইঙ্গিত করে। অথচ , সন্ত্রাসবাদ পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে আছে এবং বহু রূপে তা প্রকাশ পেয়েছে। যারা সন্ত্রাসমূলক কাজে লিপ্ত, তারা নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীর সদস্য নয়, বা বাঁধাধরা কোনো চারিত্রিক বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য তাদের থাকে না।

মানবজীবনের কোনো মূল্যই তাদের কাছে নেই এবং তারা সেই নিরীহ প্রাণগুলিকে হত্যা করতে এতটুকুও ইতস্তত বোধ করে না, সমাজের সর্বস্তরেই তারা উপস্থিত। যে হতাশ কর্মী, তার সহকর্মীদের হত্যা করে, বা কোনো এক বেদখল হওয়া দেশের এক নাগরিক যে, একটি স্কুল বাসে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে, নিজের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ করে, তারা উভয়ই সন্ত্রাসবাদী এবং তারা আমাদের ঘৃণার যোগ্য।

আবার অপরদিকে, যে রাজনৈতিক নেতারা চিরাচরিত জাতিগত বিভেদকে, নিজেদের স্বপক্ষে কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্থান সুদৃঢ় করে, যারা গোটা শহরের পর শহর বোমা বর্ষণে গুঁড়িয়ে দেয়, যারা কোটি কোটি মানুষের উপরে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে তাদের শ্বাসরুদ্ধ করে, তারা কিন্তু মানবজাতির বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে, দন্ডিত হয় না।

সন্ত্রাসবাদের এই সীমিত ও সংকীর্ণ ব্যাখ্যায় , মুসলমানদের এই, ধ্বংসাত্মক কর্মের সঙ্গে যুক্ত বলে চিহ্নিত করেছে এবং তার জন্যে, মুসলমানরা আজ নিজেরাই, হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও সন্ত্রাসের স্বীকার। মুষ্টিমেয় কিছু মুসলমানদের কাজের জন্য প্রায়ই, ইসলামকেই দায়ী করা হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্যান্য ধর্মের মানুষদের কর্মের জন্যও সেই মুসলমানদেরই দায়ী করা হয়! এটা কি সম্ভব যে মুসলিম সভ্যতার আলোয় মধ্যযুগীয় ইউরোপ আলোকিত হয়েছিল, তারাই সন্ত্রাসের যুগের সূচনা করবে?

এটা কি আদৌ সম্ভব যে ১৬০ কোটি ধর্মানুরাগী আজ ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্বজুড়ে, এমনকি শুধু আমেরিকাতেই ৭০ লক্ষ মুসলিম, তারা সন্ত্রাসের ওকালতি করবে? যে ইসলামের সংজ্ঞা ''শান্তি'' ও ''ঈশ্বরের প্রতি অনুগত হওয়া'', সেই ইসলামই তার অনুগামীদের মৃত্যু ও ধ্বংসের কাজে লিপ্ত হতে, উৎসাহ দিছে, এটি কি কখনও সম্ভব? বেশির ভাগ সময়ই উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তরের সন্ধানে আমরা মিডিয়া বা হলিউড চলচিত্রের দিকে দৃষ্টি দিয়েছি। ইসলামের উৎস ও ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার কিন্তু এবার সময় এসেছে, যাতে আমরা নির্ধারণ করতে পারি - সত্যিই ইসলাম, সন্ত্রাসের অনুমোদন দেয় কিনা?

# মানবজীবনের পবিত্রতা

সর্বপ্রকারের প্রাণই পবিত্র, যদিও মানবজীবনের পবিত্রতা সবার উর্দ্ধে। মানুষের সর্বপ্রথম অধিকার হল, তার বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার।

''আল্লাহ তায়ালা, যে জীবনকে তোমাদের জন্য মর্যাদাবান করেছেন, তাকে কখনই যথার্থ কারণ ছাড়া হত্যা করো না, এ হছে তোমাদের জন্য নির্দেশ, আল্লাহ তায়ালা এর মাধ্যমে তোমাদের আদেশ দিয়েছেন এগুলি তোমরা মেনে চলো, আশা করা যায়, তোমরা তাঁর বাণীসমূহ অনুধাবন করতে পারবে''।
(কুরান - ৬:১৫১)

''কেউ যদি কাওকে হত্যা করে, সে যেন গোটা মানবজাতিকেই হত্যা করলো; আবার এমনিভাবে কেউ যদি একজনেরও প্রাণ রক্ষা করে তবে সে যেন গোটা মানবজাতির প্রাণ রক্ষা করলো''
(কুরান - ৫ :৩২)

ইসলামে মানবজীবনের গুরুত্ব এতটাই যে বিনা অপরাধে একটি মানুষেরও প্রাণ নেওয়াকে সমগ্র মানবজাতির প্রাণ নেওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাই স্পষ্ট শব্দেই ইসলামে প্রাণ নেওয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে সরকার যদি একটি আসামীর প্রাণ নেওয়ার সিদ্ধান্ত কখনও নিয়ে থাকে তাহলে তা ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত এবং তা আইনের দৃষ্টিতে জরুরীও বটে। এবং এমন এক আসামী সমাজের অন্যান্যদের বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে বাধাদানকারী কিনা সেটি কেবলই এক যোগ্য আদালত স্থির করতে পারে, আর সেই ক্ষত্রে তার প্রাণ নেওয়াটা অবশ্যই যথাযথ।

# যুদ্ধনীতি

যুদ্ধের ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি এই যে, রণক্ষেত্রে শত্রুর সঙ্গেও উচ্চআদর্শ সহকারে, নিজেদের পরিচালিত করতে হবে। এই ক্ষেত্রে সৈনিক এবং জনসাধারনের মাঝে সুস্পষ্ট বিভাজন থাকে যেমন নারী শিশু বৃদ্ধ ও দুর্বলদের ক্ষেত্রে নবীর নির্দেশ এই রূপ, ''কোনো বৃদ্ধ মানুষ বা নারী ও শিশুদের হত্যা করো না। মঠের সাধুদের হত্যা করো না।''
কোনো একটি যুদ্ধক্ষেত্রে, মুহম্মদ, একটি নারীর মৃতদেহ মাটিতে পরে থাকতে দেখে বলেছিলেন - ''এই নারী, তো যুদ্ধে অংশগ্রহন করেনি, তাহলে ওর হত্যা হল কেন''? যদি কোনো রাষ্ট্র কোনো ইসলামী রাষ্ট্রর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, এমন ক্ষেত্রেও ইসলাম শত্রু পক্ষের জনসাধারনের জীবন রক্ষা করতে অঙ্গীকার বদ্ধ।

# জিহাদ সম্পর্কে ভুলধারণা

ইসলামকে কেন্দ্র করে, সাধারণভাবে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে, বহু ভ্রান্ত ধারণা আছে। উপরন্তু, ইসলামি কোনো শব্দই বোধ হয়, এত তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না, যা, ''জিহাদ'' শব্দটি করে। এই শব্দটির বহু অপপ্রয়োগ হয়ে থাকে, যার কারণে, সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে, মুসলমানদেরকে ঘিরে, এক ভয়ঙ্কর মনোভাবের সৃষ্টি হয়। তাদের মনের মধ্যে এক ভ্রান্ত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। যার ফলে সাধারণ মানুষ এই ধারণা পোষণ করে যে, মুসলমানরা অন্য ধর্মের মানুষদেরকে ভয় দেখিয়ে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে। ক্রিস্টান ধর্মযুদ্ধের (ক্রুসেড) পর থেকে, বহু শতক ধরেই এই ভুল ধারণার অপপ্রচার করা হছে, যা, দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, আজও অব্যহত।

মূল শব্দ ''জাহাদা'' থেকে, জিহাদ শব্দটির উৎপত্তি, যার অর্থ হল, ''সংগ্রাম করা''। মুহম্মদ বলেছিলেন যে - ''নিজের আত্মার কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই চালিয়ে যাওয়াই হল সর্বোচ্চ জিহাদ। তাই জিহাদ শব্দের প্রকৃত অর্থ হল - নিজেদের অন্তরের কুচিন্তা ভাবনা বা কুমন্ত্রণা ও কু-চাহিদার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে, ঈশ্বরের বাণীর আনুগত্য করা।